

নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ২৫. হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) - মাক্কী জীবন রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর নানামুখী অত্যাচার - ১. ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা (الاسةهزاء والسخرية

সমস্ত যুক্তি, কৌশল ও আপোষ প্রস্তাব ব্যর্থ হওয়ার পর কুরায়েশ নেতারা এবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে সরাসরি অত্যাচারের সিদ্ধান্ত নিল। যেমন-

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিক থেকে লোকদের ফিরিয়ে আনার জন্য কুরায়েশ নেতারা বিদ্রুপ করে বলে, আমরাও এরূপ বলতে পারি। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, ুঁا إِنَّا مَثْلَ هَذَا إِنَّ الْتَالَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ أَسَاطِيْرُ الْأُوّلِيْنَ 'যখন তাদের নিকটে আমাদের আয়াত সমূহ পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনেছি। ইচ্ছা করলে আমরাও এরূপ বলতে পারি। এসব তো পূর্ববর্তীদের উপকথা ভিন্ন কিছুই নয়' (আনফাল ৮/৩১)।

উক্ত আয়াতে কাফেররা 'কুরআনকে পুরাকালের কাহিনী এবং ইচ্ছা করলে আমরাও এরূপ বলতে পারি' বলে দম্ভ প্রকাশ করেছে। অথচ অনুরূপ একটি কুরআন বা তার মত দু'একটি সূরা বা আয়াত জিন-ইনসান সকলকে একত্রিত হয়ে রচনা করে আনার জন্য মক্কায় পাঁচবার[1] এবং মদীনায় একবার (বাক্কারাহ ২/২৩-২৪) সহ মোট ছয়বার কাফেরদের চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। কিন্তু সে যুগে ও এ যুগে কেউ সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেনি। বরং দেখা গেছে যে, সে যুগে ঐসব নেতারাই গোপনে রাতের অন্ধকারে বাইরে দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদের ছালাতে রাসূল (ছাঃ)-এর কুরআন তেলাওয়াত শুনত। আবু সুফিয়ান, নযর বিন হারেছ, আখনাস বিন শারীক্ব, আবু জাহল প্রমুখ নেতারা একে অপরকে না জানিয়ে গোপনে একাজ করত' (ইবনু হিশাম ১/৩১৫-১৬)। কিন্তু যখন তারা তাদের জনগণের সামনে যেত, তখন তাদের মন্তব্য পাল্টে যেত। কারণ তখন দুনিয়াবী স্বার্থ তাদেরকে সত্যভাষণ থেকে ফিরিয়ে রাখত। একই অবস্থা আজকালকের মুসলিম-অমুসলিম নেতাদের। যাদের অধিকাংশ রাসূল (ছাঃ) ও কুরআনের সত্যতাকে স্বীকার করে। কিন্তু বাস্তবে তা মানতে রাযী হয় না স্রেফ দুনিয়াবী স্বার্থের কারণে।

এভাবে কাফেররা তাঁকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগ পর্যন্ত নানারূপ মানসিক কষ্ট দেয়। এ সময় আল্লাহ তাঁকে সান্ত্রনা দিয়ে বলেন, তাকে তুমি ছবর কর এবং তাদেরকে সুন্দরভাবে পরিহার করে চল' (মুয়য়াম্মিল ৭৩/১০)। তিনি আরও বলেন, وَاصْبُرُ عُلَى مَا يَقُونُلُونَ وَاهْجُرُهُمْ هَجُرًا جَمِيْلاً وَاصْبُرُ عَلَى مَا يَقُونُلُونَ وَاهْجُرُهُمْ هَجُرًا جَمِيْلاً وَاصْبُر عَلَى مَا يَقُونُلُونَ وَاهْجُرُهُمْ هَجُرًا جَمِيْلاً وَصَالِمَ وَاصْبُر عَلَى مَا يَقُونُلُونَ وَاهْجُرُهُمْ هَجُرًا جَمِيْلاً وَصَالِمَ وَاصْبُر عَلَى مَا يَقُونُلُونَ وَاهْجُرُهُمْ هَجُرًا جَمِيْلاً وَمُعْلَى مَا يَقُونُ لَوْنَ وَالْمُجْرَا جَمِيْلاً وَالْمَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْلَى اللّهُ وَالْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعُلّمُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ফুটনোট

[1]. ইউনুস ১০/৩৮; হূদ ১১/১৩; ইসরা ১৭/৮৮; কাছাছ ২৮/৪৯, তুর ৫২/৩৪।



👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন